মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.
জীবন ও সংগ্রাম

[সম্পাদকমণ্ডলি দ্বারা সম্পাদিত]

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...

কিছু কথা

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.।
এ দেশের ইসলামি আন্দোলনের আঙিনায় তিনিই ছিলেন প্রদীপ্ত সূর্য। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো আন্দোলন-সংগ্রামের গতি প্রকৃতি। তিনি ছিলেন সংগ্রামের রাজপথ, আবার ইসলাম অন্তঃপ্রাণ মানুষের জন্য তিনিই তৈরি করতের চেতনার নতুন নতুন রাজপথ।
শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, এটাই ছিলো তার আদি পরিচয়। অথচ সবকিছু ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের অভয়াশ্রয়। শিক্ষার প্রসারে কাজ করে গেছেন নিরলস। রাজনীতির ভেতর থেকেই শিক্ষার অগ্রগামী যুগসচেতনতাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করছেন।
আধ্যাত্মিকতার বিভায় স্নাত মুফতী আমিনী রহ. কখনোই নিজেকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে প্রচার করেননি। কিন্তু তার খোদাভীতি, দুনিয়াবিমুখতা, রাত্রি গভীরে নিঝুম কান্না যে কোনো দরবেশের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। তিনি জীবনভর এ শিক্ষায় দিয়ে গেছেন তার লড়াকু গর্জনের আড়ালে।

'মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. : জীবন ও সংগ্রাম' স্মারকগ্রন্থটি দু'বছর আগে প্রকাশ হওয়ার পর বেশ কয়েকটি মদ্রণ শেষ হয়ে গেছে। মুফতী আমিনী রহ. সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে গ্রন্থটির সংস্করণ করার প্রয়োজন ছিলো। এই সংস্করণে নতুন করে অনেক লেখা সংযোজিত হয়েছে। বিশেষত হজরতের ইন্তেকালের পরপর প্রকাশিত মাসিক 'নতুন ডাক' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থেকে কিছু রচনা এখানে স্থান দেয়া হয়েছে। সংযোজন করা হয়েছে হজরতের সংক্ষিপ্ত জীবনীও। আশা করি, পাঠক এই মনীষীর জীবনের নানাদিক সম্পর্কে জানতে পারবেন আরও বিস্তারিতভাবে।

মুফতী আমিনী রহ.-এর জীবনের কোনো একটি দিক আপনার হৃদয়কে আলোড়িত করলে, আপনাকে আল্লাহর পথে বেগবান করলে আমাদের এ ক্ষুদ্র শ্রম স্বার্থক হবে বলে আশা রাখি। আল্লাহ আমাদের তওফিক দান করুন!

–সম্পাদকমণ্ডলি

সূচিপত্র

মুজাহিদে মিল্লাত

আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. ১০

মুফতী মাওলানা সাইফুল ইসলাম

এ যুগের মুজাদ্দিদ ৪০

আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা. বা.

কোন দুর্যোগের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলার মুসলমান? ৪২

মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা মাহমুদুল হাসান

সত্যকথনে তুলনাহীন ৪৭

আল্লামা আব্দুল হালীম বোখারী

ব্যাপক ঐক্যের প্রত্যাশী ছিলেন মুফতী আমিনী রহ. ৫০

শাহ আহমদুল্লাহ আশরাফ

হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের নেতা ছিলেন মুফতী আমিনী রহ. ৫৩

ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ

আমাদের দুলাভাই চলে গেলেন ৫৭

প্রফেসর হামিদুর রহমান

হুজুগে বাঙালির দেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ৬০

শফিউল আলম প্রধান

দুরন্ত সাহসিকতার প্রতীক ৭৩

মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী

মুফতী আমিনী : জাতির অহঙ্কার ৮৫

জুবাইর আহমদ আশরাফ

এমন মানুষ মিলবে না আর ৯৫

মুফতী ফয়জুল্লাহ

বর্ণাঢ্য জীবনের কিছু ঝলক ১০৪

মাওলানা আহলুল্লাহ ওয়াসেল

ইতিহাসের স্মরণীয় মহানায়ক ১২২

মাওলানা যোবায়ের আহমদ

মানুষ গড়ার সফল কারিগর ১৩০

মাওলানা জসিমউদ্দীন

বিস্ময়কর এক ইতিহাস ১৩৪

মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন

বাবা নেই, সত্যিই কি নেই! ১৪২

মাওলানা আবুল হাসানাত আমিনী

হুংকারে কাঁপতো অসত্যের ভিত ১৪৫
মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব
'আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি' ১৫১
মাওলানা আবু তাহের জিহাদী
কিতাব মুতালাআর বিরল উপমা ১৬৬
হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মুসা
দরসে আদর্শ উস্তাদ, ময়দানে যোগ্য সিপাহসালার ১৬৯
শায়খুল হাদিস মাওলানা ইমরান মাজহারী
ছায়াবিহীন বেদনাময় বিরহী সময় ১৭৪
তামীম রায়হান
হৃদয়ের ক্যানভাসে কিছু অমর স্মৃতি ১৮০
আনছারুল হক ইমরান
মহীরুহের সান্নিধ্যে পাঁচটি বছর ২০৫
আল আমীন আজাদ
আপসহীন সিপাহসালার ২২০
জহির উদ্দিন বাবর
আমার অনুভবে তিনি ২২৪
মাওলানা ইউসুফ নূর
হুজুরের ছাত্রত্ব নসিব হয়েছে আমার ২৩৭
মাওলানা মিরাজ রহমান
ফতোয়া আন্দোলন ২৪১
জুবায়ের আহমদ
হকের পথে অবিচল মানুষ ২৪৮
সৈয়দ মাহবুব আলম
পাঠমগ্নতার সেই অপূর্ব ছবি ২৫১
মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী
তার ডাকে কাঁপতো গোটা বাংলাদেশ ২৫৫
হাফেজ মুহাম্মাদ শাহাদাত হুসাইন
হুজুরকে যেমন দেখেছি ২৫৭
মাওলানা মনির হোসাইন
দুঃসহ গৃহবন্দী জীবন ২৬০
মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
নবীন আলেমদের জন্য তার উপদেশমালা ২৬৩
জামীল মাসরুর

মুজাহিদে মিল্লাত

আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.

[জন্ম: ১৯৪৫, মৃত্যু: ২০১২ ইসায়ি]

মুফতী মাওলানা সাইফুল ইসলাম

জন্ম ও শৈশব

এদেশের দ্বীনি ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রসেনা, আপোষহীন জননেতা, গৃহবন্দী অবস্থায় শাহাদাতবরণকারী মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. ১৯৪৫ সালের ১৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার আমিনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আলহাজ ওয়ায়েজ উদ্দীন ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমকালীন আকাবিরের সোহবতে ধন্য একজন পরিপূর্ণ আবেদরূপে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি পীরজী হুজুর রহ.-এর সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি জামিয়া ইউনুছিয়ার সকল মুরুব্বীগণের দীনি কার্যক্রমের সহযোগী ছিলেন। ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে গভীর সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। আলেম ও মাদরাসা ছাত্রদের অত্যন্ত মহব্বত করতেন, তাদের খেদমত করার চেষ্টা করতেন।

মাতা মোসাম্মাৎ ফুলবানু নেছাও ছিলেন একজন পর্দানশীন ধার্মিক গৃহিণী। জামিয়া ইউনুছিয়ার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে হজরত মাদানি রহ., শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইউনুস, খতীবে আযম, ফখরে বাঙ্গাল, হাফেজ্জী হুজুর, পীরজী হুজুর রহ.-সহ আঞ্চলিক সকল বিখ্যাত ওলামা-আকাবিরকে মরহুম ওয়ায়েজ উদ্দীন তার বাড়ির মেহমান বানিয়ে ধন্য হতেন।

শিক্ষাজীবন

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হবার পর মুফতী আমিনী রহ.-এর বয়স যখন নয়-দশ, তখন তার বাবা ওয়ায়েজ উদ্দীন তাকে তৎকালীন দেশের উল্লেখযোগ্য দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনুছিয়ায় ভর্তি করে দেন। এরপর তিনি মুন্সিগঞ্জের মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসায় ভর্তি হন।

সেকালে দেশের ছাত্র গড়ার বিখ্যাত কারিগর হজরত মাওলানা হাফেজ মুহসিন রহ. তাকে তিলে তিলে গড়ে তোলেন। মোস্তফাগঞ্জে নাহবেমির পর্যন্ত ৩ বছর অধ্যয়নের পর তিনি চলে আসেন ঢাকার বিখ্যাত মাদরাসা বড়কাটারায়।

পীরজী হুজুর শুধু ভালো ছাত্র হিসেবে নয়, পূর্বপরিচিতি এবং বাবা ওয়ায়েজ উদ্দীনের নেক আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই বালকটির প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। হেদায়াতুন্নাহু পড়াকালে বছরের মাঝখানে হাফেজ মুহসিন রহ. স্বয়ং এসে তার প্রিয় বিরল প্রতিভার অধিকারী শাগরেদকে লালবাগ মাদরাসায় হজরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব) রহ.-এর হাতে সোপর্দ করেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত সদর সাহেব রহ. তাকে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং হাফেজ্জী হুজুর, মুফতী দীন মুহাম্মাদ, মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর, মুফতী আব্দুল মুঈয, মাওলানা সালাহউদ্দিন রহ.-সহ যুগবিখ্যাত ওস্তাদবৃন্দের নেগরানি ও তাওয়াজ্জুহ লাভের সুযোগ করে দেন।

মুফতী আমিনী রহ. তার একটি এসলাহি মজলিসে বলেন, হাফেজ মুহসিন রহ. লালবাগে ভর্তি করানোর পরে একদিন আমার আব্বা আমাকে সদর সাহেব রহ.-এর হাতে এই বলে সঁপে দেন– 'হুজুর, এই ছেলেকে আমি আপনার হাতে দ্বীনের জন্য সঁপে দিলাম।'

তিনি ঐতিহ্যবাহী লালবাগ জামেয়ায় প্রতিটি স্তরে ১ম-২য় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। এরপর ৬৯ সালে হজরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর নির্দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি নিউ টাউনে অবস্থিত আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ.-এর এর মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ.-এর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে তার কাছে পুনরায় দাওরায়ে হাদিস সমাপন করেন এবং ফিকহ্ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে করেন। এ বছরই সদর সাহেব রহ.-এর ইন্তেকাল হয়।

কর্মজীবন

১৯৭০ সালে ঢাকার আলু বাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছুদিন পর হাফেজ্জী হুজুর রহ. জামেয়া নূরিয়ায় তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। একই বছর তিনি হজরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর পরামর্শে হাটহাজারির খ্যাতিমান শিক্ষক হাফেজ উবায়দুল্লাহ রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে মাত্র ৯ মাসে পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। স্বাধীনতার পর ৩ বছরের মাথায় ইমামতি ছেড়ে দেন। তবে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আলু বাজারে তার সাড়া জাগানো তাফসিরের ধারা অব্যাহত ছিলো। ৮০-৯০ দশকে কিল্লার মোড়ে একটি দোকানে লোক নিয়োগ করে অতিক্ষুদ্রাকারে স্টেশনারি ও লাইব্রেরির ব্যবসা পরিচালনা করেন।

১৯৭৫ সালে তিনি জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগের শিক্ষক ও সহকারী মুফতি নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে লালবাগ জামেয়ার নায়েবে মুহতামিম ও প্রধান মুফতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ সালে হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি ১৯৭০ থেকে ২০০১ ঈসায়ি সাল পর্যন্ত ৩২ বছর পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ পাকিস্তান মাঠে ঈদের নামাজে ইমামতি করেন।

২০০৩ সালে বড়কাটারা হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসার সকল ছাত্র-শিক্ষকের আবেদনে সাড়া দিয়ে ঢাকার অধিকাংশ বড় মাদরাসার প্রিন্সিপালগণের অনুরোধক্রমে বিশেষ পরিস্থিতিতে মুহতামিম ও মুতাওয়াল্লির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। হামলা-মামলা, জেল-জুলুম, তথ্যস্ত্রাস ইত্যাদি সয়ে নিয়ে কৃতিত্ব ও আমানতদারির সাথে মৃত্যু অবধি তিনি এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

পাশাপাশি কাকরাইল দারুল উলুম ঢাকা, দারুস সুন্নাহ আল ইসলামিয়া দাউদকান্দি কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কাজীপাড়া মাদরাসাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মাদরাসার প্রধান অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জীবনের শেষের কয়েক বছর (জুমার দিন ঢাকায় থাকলে) বড়কাটারা মাদরাসার মসজিদে জুমার নামাজে ইমামতি করতেন।